মূলশব্দাবলী
পরীক্ষা/ চ্যালেঞ্জ
ধৈর্য
বিশ্বাস/নিশ্চয়তা
প্রচেষ্টা

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
26 September 2025 / 4 Rabiulakhir 1447H

দুঃসময়ের মাঝেও সহনশীলতা ধারণ করা

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হে মুমিনগণ,

আসুন, আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করি—তাঁর সকল আদেশ পালনের মাধ্যমে এবং তাঁর সকল নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। সুখ হোক কিংবা দুঃখ হোক, প্রতিটি অবস্থা যেন আমাদের আল্লাহর নিকটে পৌঁছানোর সোপান হয়। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর পথে অটল ও দৃঢ় থাকার শক্তি দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমরা কি কখনো কোনো বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি, অথবা অন্য কারও কষ্ট-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছি—এবং তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে: "আল্লাহ কেন এটা হতে দেন?

বিশ্বাসী হিসেবে আমরা স্বীকার করি যে, প্রতিটি পরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম, এবং প্রতিটি মানুষকেই অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৫৫-এ ইরশাদ করেছেনঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥

অর্থঃ "আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদের ক্ষতি, জীবনহানি এবং ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। আর ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।"

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

জেনে রাখুন—কখনো কখনো পরীক্ষা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে কফ্ফারাহ হয়, অর্থাৎ বান্দার পাপ মোচনের একটি উপায় হিসাবে দেখা দেয়। তবে এর মানে এই নয় যে আমরা যে প্রতিটি পরীক্ষার সম্মুখীন হই, তা শাস্তি কিংবা অপমানের নিদর্শন। বরং তা হতে পারে আল্লাহর রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ।

দেখুন, আল্লাহর প্রিয় নবীগণকেও পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাঁরা জীবনে নানা রকম কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সঃ) মক্কার নিজস্ব কওমের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। নবী ইয়াকুব (আ.) তাঁর প্রিয় সন্তানের বিচ্ছেদে ব্যথিত হয়েছেন। আর নবী আইয়ুব (আ.) দীর্ঘ বছর অসুস্থতায় ভুগেছেন, সেই সাথে ধন-সম্পদ ও পরিবার হারানোর দুঃখও বরণ করেছেন।

হে সম্মানিত মুসল্লিগণ,

তাহলে প্রশ্ন হলো—সে দুঃসময়গুলিতে নবীগণ কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন? তাঁরা যাঁদের আমরা অনুসরণ করার আদর্শ মনে করি, সেই পরীক্ষাগুলো মোকাবিলা করেছিলেন صَبْرٌ جَمِيل (সবরুন জামিল) দ্বারা—অর্থাৎ এক সুন্দর ধৈর্য, যেখানে কোনো অভিযোগ নেই, কোনো হতাশা নেই; আছে শুধু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি পূর্ণ ভরসা ও আশা।

হে প্রিয় মুসল্লিগণ,

এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা পাই যে একজন প্রকৃত মুমিন কখনো বিপদ-আপদ কিংবা জীবনের কঠিন পরীক্ষার মুখে হতাশ হয়ে পড়েন না। বরং তিনি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন তাঁর ঈমানকে, এবং ধৈর্যের প্রকৃত অর্থ নতুনভাবে উপলব্ধি করে নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করে নেন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে—জীবনের পরীক্ষাগুলো মোকাবিলা করার সময় আমাদের ঈমান কীভাবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করতে পারে?

প্রথমতঃ পরীক্ষাকে আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে দেখতে হবে।

হে প্রিয় ভাইয়েরা,

একজন মুমিনের জন্য পরীক্ষা আসলে আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন। ইমাম আল-'ইয ইবন আবদুস্‌সালাম (রহঃ) তাঁর *আল-ফিতান ওয়াল-বালায়া* গ্রন্থে বলেছেন যে প্রতিটি বিপদ-আপদের পেছনে অনেকগুলো হিকমত লুকিয়ে থাকে। তার মধ্যে রয়েছে—

- আমাদের মানুষ হিসেবে দুর্বলতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া,
- আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা গড়ে তোলা,

- অন্তরকে খাঁটি, বিনয়ী ও অহংকারমুক্ত করা,
- এবং সেই কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞ বানানো, যা আল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দান করে আসছেন।

হে মুসল্লিগণ,

তাহলে জেনে রাখুন—পরীক্ষা কোনোভাবেই এ অর্থ বহন করে না যে আল্লাহ আমাদেরকে ঘৃণা করেন। বরং পরীক্ষা হলো একটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া, একটি সতর্কবার্তা, এবং একই সাথে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ও তাঁর নিকটে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার আহ্বান।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো—একজন মুমিনের জন্য ঘটে যাওয়া সবকিছুই কল্যাণময় হিসেবে দেখা

এটাই আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) এর হাদিসের মূল সারমর্মে ফুটে ওঠে, যা মুসলিম দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের অর্থ হলো:

"একজন মুমিনের অবস্থা কতই না আশ্চর্যজনক! তার সব কর্মকাণ্ডই কল্যাণময়, এবং এটি শুধুমাত্র মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি তিনি কোনো নিয়ামত পান এবং কৃতজ্ঞ থাকেন, তবে তাতে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। যদি তিনি কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং ধৈর্য ধারণ করেন, তাতেও তার জন্য কল্যাণ রয়েছে।"

হে প্রিয় ভাই ও বোনেরা, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কত সুন্দর—কষ্ট হোক বা আনন্দ হোক, সবকিছুই কল্যাণ বয়ে আনে, যদি আমরা তা কৃতজ্ঞতা এবং ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করি।

জুম্মায় আগত সম্মানিত মুসল্লিগণ,

আজও মানবজাতি নানা সংকট ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে—হোক তা স্বাস্থ্যের সমস্যা, অর্থ-সামর্থ্য, পরিবারিক জটিলতা, অথবা সামাজিক চাপ। এই পরীক্ষাগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মানুষ কতটা দুর্বল।

কিন্তু হে ভাই ও বোনেরা, যদি আমরা এই পরীক্ষাগুলোকে ঈমান, ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের সাথে মোকাবিলা করি, তবে এগুলো পরিণত হতে পারে সুযোগে—হৃদয়কে শক্তিশালী করার, ঈমানের আলো জ্বালানোর, এবং অন্যদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি ছড়ানোর সুযোগে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এমন বান্দা বানান, যাদের ঈমান কঠিন পরিস্থিতিতেও অটল থাকে, সুখ-দুঃখের সব ক্ষেত্রেই।

হে আল্লাহ, হে রহমান, আমাদের অন্তরে এমন দৃঢ়তা দান করুন যাতে এই দুনিয়ার পরীক্ষা আমাদের জন্য হালকা মনে হয়। হে রহীম, আমাদের ঈমানের বিষয়গুলোতে কোনো পরীক্ষা চাপাবেন না। হে মুজিব, আমাদের কার্যকলাপ উন্নত করুন এবং আমাদের দোয়াগুলো কবুল করুন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

.

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

প্রিয় বরকতময় মুসল্লিগণ,

জীবনে—তা ব্যক্তি পর্যায়ে হোক, পরিবারে হোক কিংবা সমাজের পরিসরে হোক—আমরা অবশ্যই এমনসব পরীক্ষার মুখোমুখি হবো, যা কখনো কখনো অতিশয় তিক্ত হয় যাকে সহ্য করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। অনেক সময় এসব পরীক্ষা এতটাই কঠিন হয়ে ওঠে যে আবেগ-অনুভূতি ঈমানের দিকনির্দেশনাকে ছাপিয়ে যায়। এসব পরীক্ষা আসতে পারে অপমান বা অবিচারের রূপে—কথায় কিংবা কাজে। তা হতে পারে ইচ্ছাকৃতভাবে, একগুঁয়ে হৃদয় থেকে, আবার কখনো অজ্ঞতার কারণে। আমাদের কয়েকটি মসজিদ সম্প্রতি এমনই এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, মসজিদ কর্তৃপক্ষ আল্লাহর ঘরের পবিত্রতাকে লঙ্ঘনকারী কিছু বস্তু সেখানে পেয়েছে।

এ ধরনের কাজের পেছনে উদ্দেশ্য বা কারণ যা-ই হোক না কেন, তার প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই আছে। আমরা মুসলিমরা, যারা রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর শিক্ষা অনুসারে দৃঢ় ও নীতিতে অটল থাকার চেষ্টা করি, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ দয়া ও কল্যাণের বার্তাই সব ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন।

রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়, তাদের মুখোমুখি হলেও আমরা যেন উত্তম চরিত্র প্রকাশ অব্যাহত রাখি—ক্ষমার মাধ্যমে এবং কল্যাণ ছড়িয়ে দিয়ে।

এটাই মুহাম্মদ (সঃ(এর উম্মতের দায়িত্ব ও মিশন: যদি এ ধরনের কাজ আমাদের সমাজ ও দেশের শান্তি-সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে জেনে রাখুন—এসব আমাদের শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করার মানসিকতা ও সংকল্পকেই আরও শক্তিশালী করবে, রাসুলুল্লাহ্ (সঃ)এর দিকনির্দেশনার আলোকে। আর যদি কেউ ধর্ম বা মানুষের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়, তবে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে আমরা কখনোই—এবং কখনোই করব না—একজন ব্যক্তি বা একটি ছোট গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডকে পুরো একটি জাতি বা ধর্মের সাথে এক করে দেখি না।

Therefore, my dear brothers, let us close our ranks and strengthen our unity. Let such incidents serve as reminders for us to safeguard our cohesion. Let them be proof that the teachings of Prophet Muhammad s.a.w. remain firmly rooted in our hearts, even though we have never met him in person. And refrain from sharing information which are uncertain, so that we do not worsen the situation and fall to the deception of Shaytan, who constantly awaits our downfall.

অতএব, প্রিয় ভাইয়েরা, আসুন আমরা কাতারবদ্ধ হই এবং আমাদের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করি। এ ধরনের ঘটনা আমাদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকুক—যাতে আমরা আমাদের সংহতিকে সুরক্ষিত রাখতে সচেষ্ট হই। এগুলো হোক প্রমাণ যে, আমরা যদিও কখনো রাসুলুল্লাহ্ (সঃ)কে স্বচক্ষে দেখিনি, তবুও তাঁর শিক্ষা আমাদের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। আর এমন কোনো তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকি যার সত্যতা অনিশ্চিত, যেন পরিস্থিতি আরও জটিল না হয় এবং আমরা সেই শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে না পড়ি, যে সর্বদা আমাদের পতনের অপেক্ষায় থাকে।

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِك حَيْثُ قال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتابِعِينَ، وَتابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَنَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.